১. মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা নিজস্বতা আছে। অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এক নয়। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া। মনের চেতনা আছে, মন জড়বস্তু নয়। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল জড়পদার্থ। স্থান কালের মাত্রা দিয়ে জড়বস্তুর অবস্থান নির্ণীত হয়। কিন্তু মনের অস্তিত্ব নির্ণীত হয় ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা দ্বারা।

২. অনুশীলনের পদ্ধতিতেও অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য আছে। মনোবিজ্ঞানের অনুশীলন পদ্ধতি আত্মগত বা ব্যক্তিগত (Subjective) কারণ ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে মানসিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন হতে পারে না। আধুনিক যুগে মনোবিজ্ঞানে বস্তুগত বা নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি (objective method) ব্যবহার করা হলেও অন্তর্দর্শন এবং ব্যক্তিগত পদ্ধতি অপরিহার্য। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞান ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে অনুশীলন করে।

৩. মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানীগণ প্রত্যেক একক ব্যক্তির গুণাগুণ বিশ্লেষণ করেন। আর অন্যান্য বস্তুনির্ভর বিজ্ঞান ঐ বিশেষ শ্রেণীর বস্তুর কী একক গুণ আছে তা বিশ্লেষণ করে।

৪. মনোবিজ্ঞানে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ পরিবেশ থেকে ব্যক্তিকে পৃথক করা যায় না। অপরদিকে অন্যান্য বিজ্ঞান তার চারপাশের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরীক্ষাগারের কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে তা পর্যবেক্ষণ করে।

৫. মনোবিজ্ঞানে পরিমাণগত দিক ছাড়াও বেশিরভাগ গুণগত দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য বস্তুনির্ভর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিমাণগত দিকের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মনোবিজ্ঞানে এইসব দৃষ্টিভঙ্গিগুলি অভিনবত্ব এনে দিয়েছে এবং এইগুলি তার নিজস্বতার পরিচায়ক।

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা (Branches of Psychology)

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি উল্লেখ করা হল ঃ

মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা (Branches of Psychology)

বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান (Pure Psychology)	প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞান (Applied Psychology)
১. সাধারণ মনোবিজ্ঞান (General) ২. অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান (Abnormal)	১. শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Educational) ২. আরোগ্য সহায়ক মনোবিজ্ঞান (Clinical)

বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান (Pure Psychology)	প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞান (Applied Psychology)
৩. সমাজ মনোবিজ্ঞান (Social) ৪. পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental) ৫. শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান (Physiological) ৬. প্যারা মনোবিজ্ঞান (Para) ৭. বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান (Developmental) ৮. শিশু মনোবিজ্ঞান (Child) ইত্যাদি।	৩. শিল্প মনোবিজ্ঞান (Industrial) ৪. সামরিক মনোবিজ্ঞান (Military) ৫. রাজনৈতিক মনোবিজ্ঞান (Political) ইত্যাদি।

বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানের শাখাগুলি

সাধারণ মনোবিজ্ঞান ঃ ব্যক্তির আচরণ অনুশীলনের জন্য মনোবিজ্ঞানের মৌলিক নীতি, নিয়ম এবং তত্ত্বগুলি নিয়ে কাজ করে।

অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান ঃ অস্বাভাবিক ব্যক্তির কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে। বিভিন্ন ধরনের মানসিক ব্যাধি ও সেগুলির কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ইত্যাদি বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞানের এই শাখাটির অন্তর্গত।

সমাজ মনোবিজ্ঞান ঃ এটির অন্তর্গত হল দলগত আচরণ, তাদের পরস্পরের সম্পর্ক, তাদের পছন্দ-অপছন্দ, আগ্রহ, মনোভাব ইত্যাদি।

পরীক্ষণমূলক মনোবিজ্ঞান ঃ ল্যাবরেটরিতে মানসিক প্রক্রিয়া ও আচরণ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরীক্ষণ এটির অন্তর্গত।

শারীরবৃত্তীয় মনোবিজ্ঞান ঃ স্নায়ুমণ্ডলী, মস্তিষ্ক, দেহের আকৃতি ইত্যাদি নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়।

প্যারা মনোবিজ্ঞান ঃ পুনর্জন্ম, টেলিপ্যাথি ইত্যাদি বিষয় এটির অন্তর্গত।

বিকাশমূলক মনোবিজ্ঞান ঃ এই শাখাটির অন্তর্ভুক্ত হল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশ।

শিশু মনোবিজ্ঞান ঃ শিশু মন নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়।

প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞানের শাখাগুলি

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও তত্ত্বকে মানুষের আচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। শিক্ষণ ও শিখন

সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় কীভাবে উন্নত করা যায় তার পথ ও উপায় নির্ণয় করে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান।

আরোগ্য সহায়ক মনোবিজ্ঞান ঃ মানসিক রোগীদের রোগের কারণ নির্ণয়, প্রাথমিক চিকিৎসা, চিকিৎসার সুপারিশ করা ইত্যাদি এটির অন্তর্গত।

শিল্প মনোবিজ্ঞান ঃ শিল্পমূলক পরিবেশে মনোবিজ্ঞানের নীতি, তত্ত্ব ও কৌশলকে প্রয়োগ করে কর্মীদের প্রবণতা, মানসিক শক্তি অনুসারে কাজে নিযুক্ত করা, মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন, শ্রমিক অসন্তোষ দূর করা ইত্যাদি শিল্প মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

এছাড়াও সামরিক মনোবিজ্ঞান, রাজনৈতিক মনোবিজ্ঞান, আইন সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানের অস্তিত্বও দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক শাখা সামরিক ক্ষেত্রে, আইন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতি ও কৌশল সংক্রান্ত প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব (Origin of Educational Psychology)

শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতি, তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তগুলিকে প্রয়োগ করে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং শিক্ষা প্রক্রিয়াকে নানাভাবে উন্নত করার উদ্দেশ্য নিয়েই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তত্ত্বমূলক আন্দোলনের সূচনা করে যাঁদের অবদানে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বিষয়টি আজ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে, তাঁরা হলেন ঃ প্লেটো (খ্রিঃ পূঃ ৪২৭-৩৪৭), রুশো (১৭১২-১৭৭৮), পেস্টালজি (১৭৪৬-১৮২৭), হারবার্ট (১৭৭৬-১৮৪১), ফ্রয়েবেল (১৭৮২-১৮৫২), হারবার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩), ডিউই (১৮৫৬-১৯৫২), মন্তেস্বরি (১৮৭০-১৯৫২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২), গান্ধিজি (১৮৬৯-১৯৪৮), শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০) প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান আন্দোলনের পুরোধা হলেন পেস্টালজি। তিনি বলেছিলেন 'I want to Psychologize Education'. শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলিকে তিনিই সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন। তাঁর স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অর্থ ও সংজ্ঞা (Meaning and Definition of Educational Psychology)

শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগই হল শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিক্ষণ ও শিখন সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যাই শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষা

প্রক্রিয়াকে সহজ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এবং শিক্ষা প্রক্রিয়াকে উন্নততর করার চেষ্টা করে।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হল প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা। মনোবিজ্ঞান মানুষের আচরণ অনুশীলন করে আর মনোবিজ্ঞানের এই শাখাটি শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির আচরণ অনুশীলন করে। শিক্ষার সমস্যা, শিক্ষার পদ্ধতি এবং শিক্ষার ফল নিয়ে আলোচনা করে এবং আলোচনার সময় মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। কোলেনসিকের মতে, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও নীতির অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষা প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা ও উন্নতি সাধন করতে সহায়তা করে। ("Educational Psychology is the study of those facts and principles of Psychology which help to explain and improve the process of education."—W. B. Kolensik)

মনোবিদ বার্নার্ড-এর মতেও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের কাজ হল বিশেষত বিদ্যালয়ের শিখন ও শিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। ("Educational Psychology, one of the major divisions of the broad study, deals with learning and teaching, especially in the schools, which is society's formal institution for facilitating learning."—Barnerd)।

ক্রো এবং ক্রো বলেছেন, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান একজন ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শিখন অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে। ("Educational Psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age."—Crow and Crow)।

মনোবিদ জাডও (Judd) মনে করেন, শুধুমাত্র শিক্ষাকালীন আচরণ বললে শিক্ষা মনোবিদ্যার বিস্তৃতি বোঝা যায় না। তাঁর মতে, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হল এমন এক বিজ্ঞান যা কীভাবে ব্যক্তির বিভিন্ন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তন হচ্ছে, তারই ব্যাখ্যা দেয়। ("Educational Psychology is the science which explains the changes that take place in the individuals as they pass through various stages of development."—Judd)

স্কিনারের দুটি সংজ্ঞা দেওয়া হল। (১) একটিতে বলেছেন—শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হল শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত আচরণ এবং ব্যক্তিসত্তা। (২) আর একটিতে বলেছেন—শিক্ষা মনোবিজ্ঞান হল মনোবিজ্ঞানের সেই শাখা যা শিক্ষণ ও শিখন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

1. "Educational Psychology covers the entire range of behaviour and personality as related to education."